রোযা বা সাওম

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

সম্পাদনা : নুমান বিন আবুল বাশার
আলী হাসান তৈয়ব

2012 - 1433

IslamHouse.com

فريضة الصيام

« باللغة البنغالية »

محمد شمس الحق صديق

مراجعة: نعمان بن أبو البشر
علي حسن طيب

1433 - 2012
IslamHouse.com

রোযা বা সাওম

রোযার তাৎপর্য

রোযা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর ইচ্ছার সামনে নিজের বৈধ ইচ্ছা-চাহিদাগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে পরকালমুখী নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের দীক্ষা নিয়ে একজন ব্যক্তি যাতে তাকওয়া অর্জনে সক্ষম হতে পারে সে উদ্দেশেই ফরয করা হয়েছে মাহে রমযানে সিয়াম পালনের বিধান। বাঁচার প্রয়োজনে খাবার ও পানীয় গ্রহণ, জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ যৌনবৃত্তি মনুষ্য জাতির একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু মাহে রমযানের দিনের বেলায় একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য একজন মু’মিন এসব থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আর এভাবেই পুরো একটি মাস জুড়ে সিয়াম সাধনার পর আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছার নিরেখে জীবনযাপনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। আল-কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয়েছে তাকওয়া। ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

‘ঈমানদারগণ!, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের ওপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার’। {বাকারা : ১৮৩}

তবে, কেবল খাবার ও পানীয় গ্রহণ এবং বৈধ যৌনবৃত্তি থেকে বিরত থাকলেই রোযার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় না। এর জন্য বরং প্রয়োজন সকল প্রকার মিথ্যাচারিতা থেকে বিরত থাকা। হাদীসে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি

3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

يٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٢٧ ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ٢٨ فَٱدْخُلِي فِي عِبَٰدِي ٢٩ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ٣٠ [الفجر: ٢٧، ٣٠]

[illegible]

[illegible]

* [illegible]

* এ মাসে খুলে দেয়া হয় জান্নাতের সবকটি দরজা এবং বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের প্রবেশপথসমূহ।
* এ মাসে আছে ক্বদরের রাত- যা হাজার মাস থেকেও উত্তম।
* এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন।

রোযার ফযীলত
* হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘ঈমানের সাথে ছাওয়াবের আশায় যে ব্যক্তি রোযা পালন করে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।’’ (বুখারী ও মুসলিম)
* রোযা কিয়ামতের দিন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে। হাদীসে এসেছে, ‘রোযা এবং কুরআন কিয়ামত দিবসে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি একে পানাহার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তুমি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করো।’ (আহমাদ)
* রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ওই সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়।’’
* ‘‘রোযা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ।’’ (আহমাদ)

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

5

* রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
* রোগের কারণে উত্তেজনা ব্যতীত বীর্যপাত হলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
* স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন-আলিঙ্গনে রোযা ভঙ্গ হয় না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় তাকে চুম্বন করতেন। (বুখারী, মুসলিম) তবে যে ব্যক্তি চুম্বন- আলিঙ্গনের পর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না বলে আশংকা রয়েছে, তার জন্য এরূপ করা ঠিক নয়।

রোযাদারের করণীয়
* সেহরী খাওয়া। কারণ সেহরী খাওয়া রাসূলের সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমরা সেহরী খাও, কারণ সেহরীর মধ্যে বরকত রয়েছে।’
* যথাসম্ভব সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা, বিলম্ব না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মানুষ ঐ সময় পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে যতক্ষণ তারা যথাশীঘ্র ইফতার করবে।’ (বুখারী)
* কল্যাণকর কাজ বেশি বেশি করা।
* দান-খয়রাত বেশি বেশি করা।
* বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর যিকর করা।
* কম খাওয়া ও কম ঘুমানো।
* গরীব-দুঃখী, অসহায় মানুষের খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা।
* ধৈর্য্যের অনুশীলন করা।

7

* দুনিয়ার ব্যস্ততা কমিয়ে আখেরাতের প্রতি ধাবিত হতে চেষ্টা করা।
* জান্নাত পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাওয়া।
* দুআ-মুনাজাত অধিক পরিমাণে করা এবং গুনাহ মাফের জন্য কান্নাকাটি করা।
* যথাসাধ্য রোযাদারদের ইফতার করানো।
* শক্তি-সামর্থ্য থাকলে রমযান মাসে উমরা পালন করা।
* রমযানের শেষ দশ দিন ই‘তেকাফ করা।

রমযানের শেষ দশ দিন
রমযানের শেষ দশ দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দশ দিনে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। বস্তুজগতের মায়া-মোহের বাঁধন ছিঁড়ে তাকওয়ামুখী হৃদয় অর্জন ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মুখ্য সময় হল মাহে রমযান। আর রমযানের শেষ দশ দিন তাকওয়া ও আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের শেষ সুযোগ। সে হিসেবে বর্ণনাতীত শ্রম দিতে হয় এই দিনগুলোতে। হাদীসে এসেছে উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা রা. বলেন, ‘রমযান মাসের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি ইবাদত করেছেন যা অন্য সময় করেননি।’ (মুসলিম)
তিনি আরো বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে কোরআন তিলাওয়াত, নামায, যিকর ও দুআর মাধ্যমে রাতযাপন করতেন। তারপর সেহরী খেতেন’।

8

* অহেতুক কথা, কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে সংযত থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠে।
* ই‘তেকাফ অবস্থায় লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করা সহজ হয়।
* ই‘তেকাফের মাধ্যমে মসজিদের সাথে সম্পর্ক তাজা হয় এবং মসজিদে অবস্থানের অভ্যাস গড়ে ওঠে।
* ই‘তেকাফকারী দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে দূরে অবস্থান করে ইবদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছুতে সক্ষম হয়।
* বদ অভ্যাস ও কুপ্রবৃত্তি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে ই‘তেকাফের মাধ্যমে চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

ই‘তেকাফে প্রবেশ
রমযানের শেষ দশকে ই‘তেকাফকারীর জন্য, বিশ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বেই ই‘তেকাফস্থলে প্রবেশ করা উত্তম। কেননা ই‘তেকাফের মূল লক্ষ্য লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধান, যা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর একুশতম রাত এরই অন্তর্ভুক্ত। তবে ফজরের নামাযান্তেও ইতিকাফে প্রবেশ করা যেতে পারে। এ মর্মে আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একটি হাদীস বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

ই‘তেকাফ থেকে বের হওয়া
ঈদের রাতে সূর্যাস্তের পর ইতিকাফ থেকে বেরিয়ে পড়া বৈধ। তবে সালাফে সালেহীনের কারও কারও মতে ঈদের রাত মসজিদে অবস্থান

করো।’’ সে হিসেবে রমযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে ‘লাইলাতুল ক্বদর’ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। লাইলাতুল ক্বদর পাওয়ার উত্তম পদ্ধতি হল রমযানের শেষ দশ দিন ই'তেকাফে কাটানো এবং শেষ দশকের প্রতিটি রাত ইবাদতের মাধ্যমে যাপন করা। লাইলাতুল ক্বদরে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত দুআ -আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ‘আফুউন কারীমুন তুহিববুল ‘আফওয়া ফা‘ফু ‘আন্নী- [হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

সাদাকাতুল ফিতর
আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাদারকে অহেতুক-অশালীন কথা ও কাজ থেকে পবিত্র করা এবং অসহায় মানুষের আহার যোগান দেয়ার উদ্দেশে যাকাতুল ফিতর এর বিধান প্রবর্তন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ফিতরা ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করবে তা ফিতরা হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পর আদায় করবে তা হবে সাধারণ সদকা।’ (আবূ দাঊদ)

যাদের ওপর ফিতরা ওয়াজিব
ঈদের দিন ও রাতে খরচের অতিরিক্ত ফিতরা দেয়ার মত সম্পদ যার থাকবে তার ওপর ফেতরা ওয়াজিব হবে। নিজের ও যাদের খোরপোশের দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত, সবার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ‘সা-

14

দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম- খেজুর বা এক সা‘ যব যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন। মুসলমান গোলাম-আযাদ, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, সবার ওপর ফরয করেছেন এবং ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে এটা আদায় করার আদেশ প্রদান করেছেন। (মুসলিম)

ফিতরা নির্ধারণ
ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ‘সা পরিমাণ খেজুর বা এক ‘সা পরিমাণ যব রমযানের যাকাতুল ফিতর রূপে ফরয করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)
আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা আমাদের খাবার দ্বারা ফিতরা আদায় করতাম। তখনকার সময়ে আমাদের খাবার ছিল যব, কিশমিশ, পনির ও খেজুর। (বুখারী) বাংলাদেশের প্রচলিত খাবার চাল। সে হিসেবে দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম চাল দিয়ে ফেতরা আদায় করা যেতে পারে। যব-কিশমিশ-পনির-খেজুরও একেবারে অব্যবহৃত নয়। সে হিসেবে ধনী লোকদের উচিত এগুলোর মাধ্যমেও ফেতরা আদায়ের চেষ্টা করা।

ফিতরা আদায়ের উত্তম সময়
ফিতরা আদায় করার উত্তম সময় ঈদের দিন সকালে ঈদের নামাযের পূর্বে। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে বের হবার পুর্বেই ফিতরা আদায় করার আদেশ প্রদান করেছেন।’ এ কারণেই ঈদুল ফিতরের নামায একটু বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব। ঈদের এক বা দু’দিন পূর্বে আদায়

15

করা জায়েয। যেমনটি করেছেন ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ফিতরা আদায়ের স্থান
ফিতরা নিজ এলাকার অসহায় লোকদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। নিজ এলাকায় দরিদ্র লোক না থাকলে অন্য এলাকায় আদায় করা যেতে পারে। ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিও প্রয়োজন অনুসারে ফিতরা গ্রহণ করতে পারবে। একজন দরিদ্রকে একাধিক লোকের ফিতরা দেয়া যেতে পারে। আবার একাধিক দরিদ্র লোকের মাঝেও একভাগ ফিতরা বণ্টন করা যায়। দরিদ্র ব্যক্তি অন্য লোকের কাছ থেকে ফিতরা গ্রহণ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তা দিয়ে নিজের ফিতরা আদায় করতে পারবে।

সমাপ্ত